বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

নির্বাচিত ৭টি ফসলের বাংলাদেশ GAP প্রোটোকল চূড়ান্তকরণ স্টেকহোল্ডার সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মোঃ আবদুছ ছালাম সদস্য পরিচালক (শস্য) ও আহবায়ক, GAP ইউনিট, বিএআরসি
তারিখ ও সময়	:	২৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.; সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	বিএআরসি মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকা
কর্মশালার উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

নির্বাচিত ৭টি ফসলের বাংলাদেশ GAP প্রোটোকল চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে এক সভা গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি; সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় বিএআরসি মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য) ও আহ্বায়ক, GAP ইউনিট, বিএআরসি। সভার শুরুতে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি জানান যে, GAP মানদন্ডের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ৮টি নির্বাচিত ফসলের বাংলাদেশ GAP প্রোটোকল প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে নির্বাচিত আলু, কচুরলতি, বাঁধাকপি, চিচিঙ্গা, করলা, আনারস ও জারালেবুর প্রোটোকল যাচাই-বাছাই করে দ্রুত চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন, GAP প্রোটোকল প্রণয়নের অংশ হিসেবে দেশের ১৫টি জেলায় ১৫টি ফসলের ভ্যালিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০ । অতঃপর তিনি সভার সূচি অনুযায়ী নির্বাচিত ৭টি ফসলের বাংলাদেশ GAP প্রোটোকল উপস্থাপনের জন্য মনোনীত বিএআরআই এর বিজ্ঞানীগণকে আহবান জানান। ডঃ এটিএম তানজিমুল ইসলাম, এসএসও, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র; ড. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, এসএসও, সবজি বিভাগ, এইচআরসি; ড. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, এসএসও, ফল বিভাগ, এইচআরসি; ডঃ মোঃ ছামছুল আলম, পিএসও, টিসিআরসি; জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, এসএসও, ফল বিভাগ, এইচআরসি পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত ফসল যথাঃ আলু, চিচিঙ্গা, আনারস, কচুর লতি, জারালেবু ও করলার GAP প্রোটোকল সভায় উপস্থাপন করেন।

৩.০। প্রফেসর ড. আবুল হাসনাত মোঃ সোলাইমান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক্সটার্নাল অডিটর, বাংলাদেশ GAP, বলেন যে প্রোটোকল শ্রম আইন অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ কাজগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং পরিবেশ আইন অনুযায়ী কোন উপধারাগুলো অনুসরণ করতে হবে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, সাইনবোর্ডে কর্মপরিকল্পনা লেখা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণ এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের প্রেসক্রিপশন দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে ড. মোঃ আবদুছ ছালাম জানান, ইতোপূর্বে প্রণীত ৮টি প্রোটোকল ভ্যালিডেশনের সময় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রোটোকলগুলো সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে কৃষক সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পারে।

৪.০। প্রফেসর নোমান ফারুক আহমেদ, চেয়ারম্যান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রোটোকলে পেস্টিসাইডের গ্রুপ ও বাণিজ্যিক উভয় নাম লেখা, আলুর জন্য Pre harvest interval উল্লেখ করা, দেশের কোন আইন অনুযায়ী পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হবে সেটি উল্লেখ করা এবং কৃষক কোথায় স্যাম্পল টেস্ট করবে তা উল্লেখ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

৫.০। ডঃ মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ বলেন, আলুর প্রোটোকলে আবাদকৃত আরো পপুলার জাতের নাম উল্লেখসহ আলুর রোগিং এর তিনটি স্টেজ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বাউনি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁশের কঞ্চির পাশাপাশি বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের পরামর্শ খাকতে হবে। এছাড়া, সার ব্যবস্থাপনায় FRG 2024 গাইডলাইন অনুসরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মশারির জাল লেখার পরিবর্তে পলিভিনাইল লেখার সুপারিশ করেন এবং রেফারেন্স লেখার স্টাইল একইরকম করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বৃষ্টি বেশি হওয়ায় গর্ত করে ১৫ দিন রেখে দেওয়া কঠিন, এবং তিনি ফলন ডাটা সঠিকভাবে লেখার তাগিদ দেন। ড. আমজাদ বলেন, প্রোটোকলে "মালচিং পেপার" না লিখে "পলিথিন মালচ" লেখা উত্তম হবে। এছাড়া, পলিথিন মালচের কালো ও সিলভার অংশ কখন ব্যবহার করতে হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরাগায়নের ১৫-২০ দিন পর না লিখে সুনির্দিষ্ট symptom উল্লেখ করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, বর্ষাকালে সবজি চাষের জন্য সেচের চেয়ে ড্রেনেজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই ড্রেনেজকে আরো গুরুত্ব দিয়ে লিখতে হবে। তিনি রপ্তানি বাজারের চাহিদা পূরণে বছরব্যাপী উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সময়ে আনারস রোপণের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেন। তাছাড়া আনারস পরিবহনের সময় কার্টন ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার গুরুত্বারোপ করেন।

৬.০। জনাব মোঃ আনোয়ার ফারুক, সাবেক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, আলুর প্রোটোকলে সারের ডোজ কম বলে মনে হয়েছে। তাই বিষয়টি অধিকতর যাচাই পূর্বক উল্লেখ করার পরামর্শ দেন। এক্সপার্ট মেম্বারগণ প্রোটোকল চেক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

৭.০। অধ্যাপক ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগ, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি, CAB, প্রোটোকলগুলো প্রুফরিডারের মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্ত করার মতামত দেন। এছাড়া, সুষম সার ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বিদেশের বাজারে ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো hazard নিয়ে সমস্যা এড়াতে প্রোটোকলে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, জেনেরিক ও ফসলভিত্তিক তথ্য প্রোটোকলে অন্তর্ভুক্ত করা, জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, ফসলভিত্তিক ছোট গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে প্রোটোকলগুলো পরিমার্জন করা যেতে পারে। তিনি GAP সার্টিফিকেট ব্যবহার করে নিম্নমানের পণ্য বাজারজাত না করার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং যত দ্রুত সম্ভব GAP বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্বারোপ করেন।

৮.০। ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী, সাবেক সদস্য পরিচালক (শস্য), প্রোটোকলে বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার এবং উচ্চ রেজুলেশনের ছবি ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দেশের ৩০টি AEZ (Agro-Ecological Zone)-এর মাটির বৈচিত্র্যের কারণে নরমাল প্র্যাকটিসের পাশাপাশি FRG 2024 বা খামারি অ্যাপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে GAP প্রোটোকল ট্রায়াল পরিচালনা করা যৌক্তিক হবে। ড. জিলানী বলেন, কচুর লতির উৎপাদনে বোরিক এসিড এর ব্যবহার প্রয়োজন কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ড. মো. আমজাদ হোসেন "কচুরলতি" নাকি "কচুর লতি" সঠিকভাবে লেখার জন্য সুপারিশ করেন। জনাব মিতুল কুমার সাহা, যুগ্ম পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, কচুর লতির ইংরেজি নাম Aroids of Taro বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি লেবু চাষে গর্ত নাকি মাদা ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করতে এবং ক্যাঙ্কার রোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

৯.০। ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বিএআরসি, প্রোটোকলে ব্যবহৃত ছবির সাইজ ও রেজুলেশন এবং ছবির ক্যাপশনগুলো একইরকম ভাবে প্রদর্শনের পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি, চিচিঙ্গার প্রোটোকলে সার প্রয়োগ সারণি যাচাই এবং গর্ত প্রতি সারের ডোজ নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন।

Jalam

১০.০। জনাব রওশন আরা, ফুড সেফটি অফিসার, Bangladesh Food Safety Authority বলেন যে, আলুর প্রোটোকলে Glycoalkaloid/solanine নিয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। তিনি সবুজ আলুর sorting-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়টি প্রোটোকলে সংযোজন করার প্রস্তাব দেন।

১১.০। অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, প্রোটোকলে পরিসংখ্যান বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি ইন্টারনেট থেকে কোনো ছবি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনো GAP সার্টিফাইড ফার্ম নেই। প্রোটোকলের উপসংহারে এই বিষয়টি উল্লেখ করে সার্টিফাইড ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফসল বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

১২.০। ড. মোঃ মশিউর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর পূর্ববর্তী ফসলে ব্যবহৃত ওষুধের রেসিডিউয়াল ইফেক্ট প্রোটোকলে উল্লেখ করার সুপারিশ করেন। তিনি আরও জানান যে পলিথিন মালচিংয়ে রবি মৌসুমে কালো অংশ উপরে এবং খরিফ মৌসুমে সিলভার অংশ উপরে থাকবে। এছাড়া Anthracnose রোগ বীজ বাহিত কিনা তা যাচাই করা এবং ফিজিমাইট কীটনাশক পামকিন বিটলের জন্য কার্যকর হলেও চিচিঙ্গায় কার্যকর কিনা তা পরীক্ষা করার সুপারিশ করেন। তিনি চিচিঙ্গায় ব্যাগিং, সোজা রাখা এবং bitterness প্রোটোকলে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

১৩.০। ড. মো. সাইয়েদ আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব শাখা, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, আনারসের প্রোটোকলে উল্লেখিত হরমোনের সাইড ইফেক্ট না থাকার তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স দেওয়ার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান প্রোটোকলে 'হরমোন' শব্দটির পরিবর্তে 'উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক' শব্দ ব্যবহার করার সুপারিশ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সংরক্ষণের তাপমাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং ফল পাকানোর জন্য কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করা যাবে না। তিনি 'ফরমালিন' শব্দের পরিবর্তে 'স্টেরিলাইজেশন' শব্দ ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন।

১৪.০। কাজী কাইমুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বলেন জারালেবুর প্রোটোকলে "ঢালু" জমির পরিবর্তে "মৃদু ঢালু" শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। ড. আশরাফুল আলম, এসএসও, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, বলেন প্রোটোকলে ব্যবহৃত যে ছবিটি লেবুর নয়, তা পরিবর্তন করে লেবুর ছবি ব্যবহার করা আবশ্যক।

১৫.০। জনাব মনিরা আক্তার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (এলআর) ও সদস্য সচিব GAP ইউনিট, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা বলেন, প্রগ্রেসিভ কৃষকদেরকে আরো বেশি ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, নতুন এবং আগ্রহী কৃষকদেরও ট্রেনিংয়ের আওতায় আনা উচিত। চলতি বছরে চলমান ভেলিডেশন ট্রায়ালের yield data এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকদের তালিকা প্রোটোকলে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করেন। ড. মাহবুবা মুনমুন, ডিপিডি, PARTNER প্রকল্প ও টিম লিডার, DLT-1 ডিএই, খামার বাড়ি, ঢাকা বলেন, Standard fixed থাকার পরও, প্রোটোকল যে এলাকায় ভ্যালিডেশন হচ্ছে তার আলোকে তৈরি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বগুড়ায় বাঁধাকপির আকার বড় হয়েছে, তবে রপ্তানিকারকগণ ১-২ কেজি ওজনের বাঁধাকপি চায়, তাই রোপণ দূরত্ব স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ঠিক করা উচিত। যারা রপ্তানিকারকদের সাথে কাজ করে অভ্যস্ত, এমন প্রগ্রেসিভ কৃষক নির্বাচন করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, GAP এর মাধ্যমে পেস্টিসাইড ও সারের খরচ কমানো সম্ভব হচ্ছে। নিরাপদ ফসল প্রচারণায় জোর দেওয়া এবং উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের ফারমার্স ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, DAE এবং BARC এর ওয়েভসাইটে GAP সেবা বক্স খোলা হয়েছে যেখান থেকে GAP সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে।

Salam

১৬.০। অতঃপর সভার অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১৬.১) প্রোটোকলে ব্যবহৃত ছবির আকার এবং ক্যাপশন একই রকম হতে হবে।

১৬.২) সারের ডোজ মাঠ এবং মাদা উভয় ক্ষেত্রে আলাদা হিসাব থাকতে হবে।

১৬.৩) বাংলা বানানের ক্ষেত্রে প্রমিত রীতি অনুসরণ করতে হবে।

১৬.৪) জারালেবু ও আনারসের ক্ষেত্রে প্রকাশিত ডকুমেন্ট ও রিপোর্টের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

১৬.৫) ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর হতে ৩ জন বিজ্ঞানী এবং সবজি বিভাগ হতে ৫ জন বিজ্ঞানী সমন্বয়ে ২টি পৃথক কমিটি করে ৭টি প্রোটোকলের খসড়া চূড়ান্ত করা।

১৬.৬) আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ৭টি প্রোটোকলের খসড়া চূড়ান্তকরণ।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ আবদুছ ছালাম
সদস্য পরিচালক (শস্য) ও
আহবায়ক GAP ইউনিট, বিএআরসি